যুক্তরাষ্ট্রেই করোনার উৎপত্তি, চীনে না, বললেন মার্কিন অধ্যাপক

সারা বিশ্বে চলছে করোনা আতঙ্ক। এরই মধ্যে করোনা চীনের তৈরি জৈব রাসায়নিক বোমা বলে অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। তবে এবার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের দাবি যুক্তরাষ্ট্রেই তৈরি হয়েছে করোনাভাইরাস এবং এর উন্নয়নের কাজ করেছে চীন।

যুক্তরাষ্ট্রের জুম প্যানেলের এক আলোচনা সভায় এ তথ্য জানায় ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স এন্ড ডাইভার্সিটির সহ সভাপতি রিকি হল। তিনি বলেন আমরা এখনো সঠিক জানি না ভাইরাস কোথায় তৈরি হয়েছে তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে।

এদিকে আন্তজার্তিক গণমাধ্যম ফক্স নিউজ বলছে, উহানের ল্যাব থেকে করোনা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে এর আগে একাধিকবার প্রমাণ দিয়েছে মার্কিন সরকার। তবে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে চীন সরকার। যথেষ্ঠ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বারবার দায় অস্বীকার করছে চীন। এদিকে ভাইরাসটি আসলেই উহানের ল্যাবে তৈরি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সূত্র- কালের কণ্ঠ

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় একদিনে রেকর্ড ২৪৮২ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বর্তমানে সবচেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের। গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ডসংখ্যক ২ হাজার ৪৮২ জন মারা যায় এ মহামারীতে।

সব মিলিয়ে বর্তমানে ১৪ লাখ ৩৮ হাজার ২৫৯ জন আক্রান্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ লাখ ৮৭ হাজার ১১৭ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। আর ৫১ হাজার ১৪২ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

এ ছাড়া ইতালিতে আক্রান্ত ১ লাখ ৬৫ হাজার ১৫৫, মারা গেছে ২১ হাজার ৬৪৫ জন। স্পেনে আক্রান্ত ১ লাখ ৮০ হাজার ৬৫৯, মারা গেছে ১৮ হাজার ৮১২ জন।
জার্মানিতে আক্রান্ত ১ লাখ ৩৪ হাজার ৭৫৩, মারা গেছে ৩ হাজার ৮০৪ জন। চীনে আক্রান্ত ৮২ হাজার ৩৪১, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৪২ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৬৩, মারা গেছে ১৭ হাজার ১৬৭ জন। ইরানে আক্রান্ত ৭৬ হাজার ৩৮৯, মারা গেছে ৪ হাজার ৭৭৭ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ৯৮ হাজার ৪৭৬, মারা গেছে ১২ হাজার ৮৬৮ জন। বেলজিয়ামে আক্রান্ত ৩৩ হাজার ৫৭৩, মারা গেছে ৪ হাজার ৪৪০ জন।

নেদারল্যান্ডসে আক্রান্ত ২৮ হাজার ১৫৩, মারা গেছে ৩ হাজার ১৩৪ জন। সুইজারল্যান্ডে আক্রান্ত ২৬ হাজার ৩৩৬, মারা গেছে ১ হাজার ২৩৯ জন। তুরস্কে আক্রান্ত ৬৯ হাজার ৩৯২, মারা গেছে ১ হাজার ৫১৮ জন। ব্রাজিলে আক্রান্ত ২৮ হাজার ৭৪৬, মারা গেছে ১ হাজার ৭৫৭ জন।

কানাডাতে আক্রান্ত ২৮ হাজার ৩৭৯, মারা গেছে ১ হাজার ১০ জন। সুইডেনে আক্রান্ত ১১ হাজার ৯২৭, মারা গেছে ১ হাজার ২০৩ জন।

এ ছাড়া ভারতে মোট আক্রান্ত ১২ হাজার ৩৭০, মারা গেছে ৪২২ জন। পাকিস্তানে আক্রান্ত ৬ হাজার ৩৮৩, মারা গেছে ১১১ জন। বাংলাদেশে আক্রান্ত ১ হাজার ২৩১ জন এবং মারা গেছে ৫০ জন।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলাব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি, এর কারণে স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতিও কাজ না করতে পারে, তাই এগুলো দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সূত্র-যুগান্তর

করোনার কাছে অসহায় ইকুয়েডর, রাস্তায় পড়ে আছে লাশ

বছরের এই সময় ইকুয়েডরের গুয়াকুইল শহরের রাস্তায় ভিড় জমে থাকে। কিন্তু এবারের চিত্র আলাদা। ফাঁকা, শূনসান সড়কগুলো যেন খা খা করছে। জনমানব নেই। কিন্তু প্রতিদিনই রাস্তা থেকে কারও না কারও লাশ গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেশটির প্রশাসন।

বাড়ির কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছেন প্রিয়জনরা। হাসপাতালে আর জায়গা নেই। এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্ত পরিকাঠামো নেই। ইকুয়েডর যেন করোনা মহামারীর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েছে। আর কিছু করার নেই। যুদ্ধে হার স্বীকার করে নিয়েছে ইকুয়েডর।

ইকুয়েডর পুলিশ জানিয়েছে, তাদের দেশে করোনা মহামারির এপিসেন্টার গুয়াকুইল শহর থেকে গত তিন সপ্তাহে অন্তত ১ হাজার ৪০২ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৭৭১টি ও হাসপাতাল থেকে ৬৩১টি লাশ। রাস্তায় যেখানে সেখানে পড়ে রয়েছে বেওয়ারিশ লাশ। অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময়ও বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সেই সব লাশের শেষ ঠিকানা হচ্ছে গণকবর।
করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে ইকুয়েডর। দেশটির মরদেহ উদ্ধারকারী দলের প্রধান জর্জ ওয়েটেড জানিয়েছেন, দেশে মোট করোনা আক্রান্তের ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ গুয়াকুইল শহরের বাসিন্দা। গুয়াসেসের উপকূলীয় এই শহরটিতে এখনও পর্যন্ত ৪ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গুয়াকুইল শহরের বাসিন্দারাই রাস্তায় এদিক ওদিক পড়ে থাকা মরদেহ তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য খবর দিচ্ছেন প্রশাসনকে। ইকুয়েডর সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেছে। দিনের মধ্যে ১৫ ঘণ্টা বলবৎ থাকছে কারফিউ। তবে সংক্রমণ এড়ানোর জন্য এই কারফিউ যে যথেষ্ট নয় তা স্বীকার করে নিচ্ছে প্রশাসন। চলতি মাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা করছে ইকুয়েডরের প্রশাসন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

এপ্রিল রাত নাগাদ মারা গেছে ৩০ হাজার ৮০০ জন।

এদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার লক্ষ্যে শুক্রবার থেকে নিউইয়র্ক সিটিসহ সমগ্র রাজ্যে নাম ও মুখ ঢেকে যায় এমন মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বুধবার নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর এ্যান্ড্রু ক্যুমো এক নির্বাহী আদেশে আরো বলেছেন, ঘরের বাইরে গেলেই মাস্ক পরতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র, গ্রোসারি স্টোর, ফার্মেসিসহ অত্যাবশ্যকীয় সকল স্থানে ‘সামাজিক দূরত্ব’ তথা ৬ ফুট দূরে অবস্থান করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যতয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জরিমানা করা হবে। তবে বাস, সাবওয়ে এবং ব্যস্ততম এলাকা অতিক্রমকালে ‘সামাজিক দূরত্ব’ নীতি অনুসরণ করা সম্ভব না হলেও সকলকে মাস্ক পরতেই হবে।

স্টেট গভর্নর উল্লেখ করেছেন, করোনা ভাইরাস দমন বা নির্মুলের ভ্যাকসিন তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। এ সময় গভর্নর জানান, প্রয়োজনীয় এন্টি-বডি টেস্টিং সামগ্রি না পাওয়ায় অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরিকল্পনা সফল হতে সময় লাগবে। ফেডারেল প্রশাসন থেকে খুবই সামান্য পরিমাণের এন্টি-বডি টেস্টিং কিটস পাচ্ছি আমরা। অথচ এই রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকেরই শরীর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে, কারা সুস্থ এবং কারা করোনায় আক্রান্ত। এটি সম্ভব হলেই যারা সুস্থ তারা মাস্ক পরে কর্মস্থলে যেতে সক্ষম হবেন। আর যারা সুস্থ হন তারা চিকিিৎসকের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন।

ক্যুমো আরো বলেন, আমরা আঞ্চলিক পর্যায়ে ৭ স্টেট একই পন্থা অবলম্বন করেছি অবরুদ্ধ থেকে সবকিছুকে মুক্তি দিতে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করতে এখন প্রয়োজন হচ্ছে ‘এন্টি-বডি কিটস’। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ট্রাম্প খতিয়ে দেখবেন, উহানের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু আরও ৩৮ জনের

ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে আরও ৩৮ জনের। এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৭৭ জনে।

দেশটির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১,০৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর ফলে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১,৪৩৯ জন। করোনায় আক্রান্ত রাজ্যগুলির মধ্যে সবার উপরে রয়েছে মহারাষ্ট্র (২,৬৮৭)।

এরপর রয়েছে দিল্লি (১,৫৬১), তামিলনাড়ু (১,২০৪), রাজস্থান (৯৬৯) এবং মধ্যপ্রদেশ (৭৩০)।
করোনা মোকাবেলায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লকডাউনের মেয়াদ আগামী ৩ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা করেছেন। সূত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিউজার্সির অবস্থাও শোচনীয়। বিভিন্ন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ এপ্রিল রাত পর্যন্ত আরও ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া সর্বশেষ ছয় বাংলাদেশি হলেন বেদান্ত অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সভাপতি ঝন্টু সরকার, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের স্ত্রী পেয়ারা হোসেন বেবী, নরসিংদী জেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার বড় বোন হাসনা বেগম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমিরুল ইসলাম বাবলুর বাবা শফিকুর রহমান এবং মানিক মিয়া ও মোহাম্মদ খোকন (৫৪)।

এদিকে নিউজার্সির গভর্নর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দুই বেদনার যুদ্ধ ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধে মারা যাওয়া রাজ্যের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে করোনা মহামারী। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের লাশ গণকবরে দেওয়া হচ্ছে না বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার। তিনি বলেন, যদি কোনো বাংলাদেশির লাশ কোনো হাসপাতালে থাকে এবং কেউ দায় না নেয়, তাহলে বাংলাদেশ সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যুগান্তর

করোনার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর আঘাত, ৩৩ জনের প্রাণহানি

কভিড-১৯ করোনাভাইরাসের মধ্যেই টর্নেডো আঘাত হেনেছে যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত তাণ্ডব চালিয়েছে টর্নেডো। এতে ওই অঞ্চলের ৮টি অঙ্গরাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ৩৩ জনের প্রাণহানি হয়েছে। খবর

এনবিসি ও বিবিসির।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে টর্নেডোর আঘাতে ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি, বিদ্যুতের উপড়ে পড়া লাইন, বিধ্বস্ত বিলবোর্ড ও উল্টে যাওয়া গাড়ি দেখা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া অফিস জানায়, ৬০টি টর্নেডো এলাকাটি অতিক্রম করেছে। দুটি দীর্ঘ টর্নেডো একই এলাকা দিয়ে মিসিসিপিতে আঘাত করেছে। রবিবার মধ্যরাতে ১০ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
টেক্সাস, আরকানসাস, আলাবামা ও কেন্টাকিতে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার বেগে টর্নেডো আঘাত হানে। এর আগে রবিবার লুইজিয়ানাতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মনরোতে প্রায় ৩০০ বাড়ি বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনাভাইরাস: চীনের চেয়ে ৭ গুণেরও বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু আমেরিকায়

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিষাক্ত ছোবলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চল প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হয়েছে। এতে বিশ্বব্যাপী ১৯ লাখ ২৪ হাজার ৬ শতাধিক মানুষ। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৬৯২ জনের। প্রতি মুহূর্তেই এই সংখ্যা বাড়ছে।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন পর্যন্ত দেশটিতে মোট আক্রান্ত ৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯ শতাধিক মানুষ। এর মধ্যে প্রাণ গেছে অন্তত ২৩ হাজার ৬৪০ জনের।

অন্যদিকে উহান শহর থেকে করোনাভাইরাস সারাবিশ্বে ছড়িয়ে গেলেও চীন দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮২ হাজার ২৪৯ জন।
সে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তিন হাজার ৩৪১ জন।

সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে চীনের তুলনায় ৭ গুণেরও বেশি মানুষ। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হওয়ার সংখ্যাও চীনের তুলনায় ৭গুণেরও বেশি।

এছাড়া চীনে বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় আছে মোট ১৭৭০ জন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখ ২৬ হাজার ৩৫৩ জন।

চীনে গুরুতর রোগীর সংখ্যা মাত্র ১১৬ জন এবং যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর অবস্থায় আছে ১২ হাজার সা৭১২ জন।

চীনে আক্রান্তদের মধ্যে ৭৭ হাজার ৭৩৮ জনই সুস্থ হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে ৩৬ হাজার ৯৪৮ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

যে কারণে দুধ, ডিম ও সবজি ফেলে দিচ্ছে আমেরিকার কৃষকরা

করোনাভাইরাসের প্রভাবে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রকেও হার মানতে হয়েছে এ মহামারীর কাছে। দেশটিতে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, স্কুল ও অন্যান্য অনেক খাদ্যপণ্যের দোকান বন্ধ হয়ে পড়ায় অনেক কৃষক নিজেদের উৎপাদিত দুধ, ডিম ও সবজি সরবরাহ করতে পারছে না, ফলে বাধ্য হচ্ছে এসব ফেলে দিতে।

ডেইরি ফারমার্স অব আমেরিকার তথ্যানুযায়ী, দেশটির কৃষকরা প্রতিদিন ৩৭ লাখ গ্যালন দুধ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতি সপ্তাহে চিকেন প্রসেসরে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৭ লাখ ৫০ হাজার ডিম। আর মাঠের ফসল মাঠেই রেখে আসছে। আন্তর্জাতিক ডেইরি ফুডস অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা উৎপাদিত দুধের ৫ শতাংশ নষ্ট করে ফেলছে। অনেকে তাজা শাকসবজি মাটি চাপা দিচ্ছে, যারা পারছে তারা বিভিন্ন সংস্থাকে দান করে দিচ্ছে, যারা দরিদ্রদের সহায়তা দেয়।